বিস্মৃতপ্রায় কবি ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার, তাঁর কবিতা ও অনুবাদ প্রসঙ্গে

তরুণ মুখোপাধ্যায়

১

ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার (১৮৭৩-১৯৫৬) সেই ইংরেজ কবি, যিনি রবীন্দ্রনাথের মতো উনিশ-বিশ শতক জুড়ে ছিলেন। সেই সময় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ঔপনিবেশিক আধিপত্য সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ডের প্রতাপ কমতে থাকে। তখনও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তেমন উন্নত হয়নি। ঘোড়ার গাড়ির পাশে ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছিল মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ; ফ্যাশনও বদলে যাচ্ছিল। এই সময় দান্তে, রসেটি, ম্যাথু আর্নল্ড, রবার্ট ব্রাউনিং কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপ্রচারিত। বিশ শতকে কাব্যজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, আমেরিকার কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ প্রমূখ। এই গতিশীলতা, আধুনিকতা অবশ্য ডে লা মেয়ারের ভাব-ভাবনায় ছিল না। এক ধ্রুপদী বলয়ে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন। শিশুর সারল্য, সৌন্দর্য, অতিপ্রাকৃতের রহস্য নিয়েই কবি তৃপ্ত ছিলেন। কোনও আঙ্গিক ও ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি সরাসরি পাঠক-হৃদয় জয় করতে। সফল হয়েছেন, তবে তাঁর কবিতা কালান্তরে এমনভাবে চর্চিত, অনুসৃত হয়নি, এও সত্য।

কবি ও কবিতা নিয়ে বলতে গিয়ে ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার জানান, কাব্যিক কল্পনা দু'রকম। একটি দিব্যভারের, অন্যটি আবিষ্কার করে। একটি স্ব-জ্ঞাত, অন্যটি যৌক্তিক; একজন কবি স্বপ্নদর্শী, অন্যজন বুদ্ধিজীবিত। একজন অনুভব করেন সৌন্দর্যই সত্য; আরেকজন তা প্রমাণ করতে চান। তিনি শেক্সপিয়ার আর গ্যেটেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করেন। জীবনানন্দ যেমন কল্পনা-প্রতিভার জয়গান করেছেন, মেয়ারও তাঁর বক্তৃতায় তেমনি বলেছেন —

> ...Illuminated by the imagination, our life — whatever it's defeats and despairs — is a never-ending, unforeseen, strangerous adventure and mystery. This is the fountain of our faith and of our hope.

রুপার্ট ব্রুকের কবিতা ও কবিত্ব প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন। ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার প্রসঙ্গে সুপণ্ডিত গোপাল হালদার বলেছেন, 'সমসাময়িক জীবনের সমস্ত কোলাহলের ওপারে তাঁর কাব্যলোক অবস্থিত'। (ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা, ১৯৫৬)।

২

কবিতা ও গদ্য উভয় রচনাতে ওয়াল্টার সব্যসাচীতুল্য বলা যায়। যদিও বঙ্গদেশে তাঁর গদ্য তেমন পরিচিত ও সমাদৃত নয়। এ বিষয়ে সামান্য কিছু ধারণা দিই। তাঁর প্রথমদিকের গদ্য রচনা ‘হেনরি ব্রকেন’ গদ্যলেখার হাতেখড়ি বলা যায়। চমৎকার কিছু অনুচ্ছেদ আছে; তবে কাহিনি মনোরম নয়। পারিবারিক বন্ধন আর মেদুর স্মৃতি ফেলে রেখে একদিন হেনরি অশ্বারোহণে বাড়ি ছেড়ে দূরে চলে যায়। যে পাহাড়ে সে যায় সে অতীতের প্রত্নস্মৃতিমাখা। সেখানে যাঁরা থাকেন, তাঁরা বইয়ের চেনা মানুষ; বর্তমানের কেউ নন। হেনরি দেখে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসিকে; শার্লট ব্রনটির জেন আয়ার প্রমুখকে। শেক্সপিয়ারের নাট্যচরিত্রও দেখা দেয়। মেয়ার যে রোমান্টিক ও কল্পনাপ্রবণ তা এই কল্প-অভিযানে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয় এ যেন স্বপ্নপ্রয়াণ — স্বপ্নাভিসার।

তিনটি epitaph নিবন্ধন নিয়ে লেখা হয়েছে ‘ডিংডং বেল’ (১৯২৪)। এক মহিলা একটি স্টেশনে ট্রেনের জন্য বসে আছে। সেখানে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার আলাপ। যে-বৃদ্ধ মহিলাকে কবরস্থানের ফলকে লেখা নানা ধরনের কবিতা দেখায়। তার মধ্যে এক প্রেমের গল্পও লুকিয়ে থাকে। সমাধিফলক সেই প্রেমের গল্প বলে। এরপর প্রকাশিত হয় ‘দি রিটার্ন’ (১৯১০)। এছাড়াও বের হয় ‘দি থ্রি রয়্যাল মাঙ্কিজ’। এটা ছোটদের জন্য লেখা। এর গদ্যভাষা কাব্যিক। ‘দি রিটার্ন’ উপন্যাস রীতি মেনেই লেখা। প্রচলিত পদ্ধতি মেয়ার মেনেছেন। এর নায়ক আর্থার লফোর্ড একজন অস্থিরমতি, সেনসিটিভ মানুষ। সারাক্ষণ সে ভেবেই চলে। একদিন এক গির্জার প্রাঙ্গণে সে ঘুমোয়। সেখানে আত্মহত্যাকারীর আত্মা তার দেহে প্রবেশ করে। শুরু হয় জীবিতের ও মৃতের দ্বন্দ্ব। ভৌতিক কিছু মেয়ারের প্রিয় জানি। মানুষটি নিঃসঙ্গ; স্ত্রীর সঙ্গ পায় না। তবে গ্রাইসেলের ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় সে সংকটমুক্ত হয়। মেয়ারের গল্পগুলি কাব্যধর্মী। যেমন, ‘দি রিডল’।

গদ্যরচনায় কৃতিত্ব দেখালেও ডে লা মেয়ার প্রধানত কবি। তাঁকে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ‘সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কবি’ বলেছেন। জীবনবাদী কবি তিনি। তাঁর ছয়টি কাব্যের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে Collected Poems (Faber & Faber Co.)। ১৯৪২-এ প্রকাশিত এই সংকলন ছাড়াও অন্যান্য কবিতা আর ছোটদের জন্য লেখা কবিতা, ছড়া নিয়ে বেরিয়েছিল ‘কালেক্টিভ রাইমস এণ্ড ভার্সেস’ (১৯৪৪)। আছে আরও লিরিকের সংকলন আর দুটি দীর্ঘকবিতা। লিরিক কবিতায় তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়। স্বপ্ন ও সৌন্দর্য আর রহস্যে ভরা তাঁর এইসব কবিতা। যেমন লিখতেন হাইনে বা রবীন্দ্রনাথ।

Come in thy beauty! It’s my love,
Lost in far-wandering desire,

কিংবা লেখেন,

‘Beauty took from those who loved them
In other days. (Farewell)

অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত জগৎ নিয়ে তিনি আগ্রহী। অজানা পরলোক নিয়ে তিনি কৌতূহলী। ‘The Traveller’ কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। অনুরূপভাবে বহুচর্চিত তাঁর ‘The Listeners’ কবিতা নিয়ে যায় অশরীরী এক জগতে। তাঁর যত কবিতা তা অগভীর, ক্লাসিক নয় এমন অভিযোগের উত্তরে তাঁর ‘Hide and Seek’-এর কবিতাংশ উদ্ধৃত করা যায়।

Hide and seek, say I
    To myself and step
Out of the dream of wake
    Into the dream of sleep.

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বুঝেছেন, মাধুর্যগুণ তাঁর কবিতার এক অমেয় ঐশ্বর্য। (ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস)

এজন্য আধুনিক কালের কবি হয়েও টি. এস. এলিয়টের মতো তিনি "কোনদিন রূপে-রসে-গন্ধে ভরা এই বসুন্ধরাকে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' ভাবতে পারতেন না।" আঙ্গিক নিয়েও তেমন পরীক্ষা করেননি। শীতল কবিতা লিখলেও জীবন ও সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ, অসচেতন ছিলেন না। তাই লিখতে পেরেছিলেন,

O heart, held thee secure
In this blind hour of stress,
Live on, love on, endure
Uncowed, though comfortless.

কবি পছন্দ করতেন কবিতায় রোমান্টিকতা, স্বপ্নচারিতা, অলৌকিকতা। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'The Return' গ্রন্থে বক্তব্য ছিল,

> Fancies were all very well for a change, but must be occasional guests in a world devoted to reality.

প্রান্ত উনিশ শতকের সম্ভবত শেষ রোমান্টিক কবি ডে লা মেয়ার। একাধারে শিশু সাহিত্যিক ও গদ্যকার। তাঁর কবি পরিচিতির আড়ালে গল্পকার সত্তা ঢাকা পড়ে গেছে। সেজন্য সমালোচক John H. Wills বলেন,

> De la Mare is the most underrated short story writer in the English language.

তাঁর রচনায় অবাক কল্পনা, ফ্যান্টাসি লক্ষ্য করা যায়। সমকালীন গদ্যকারদের মধ্যে মেয়ারকে Storm Jameson বলেছেন, 'the most notable'। অনেক কবিতা লিখলেও পাঠকেরা তাঁকে মনে রেখেছেন মুখ্যত 'The Listeners' কবিতার জন্য। ছোট-বড়ো সবাই পছন্দ করে এই কবিতার রহস্য, রোমাঞ্চ, সৌন্দর্য ও শীতলতা। টমাস হার্ডিও কবিতাটির মুগ্ধ পাঠক ছিলেন।

৩

ওয়াল্টার ডে লা মেয়ারের 'দি লিসনার্স' (শ্রোতারা) খুবই জনপ্রিয় ও সুখপাঠ্য কবিতা। ১৯১২ সালের এটা লেখা হয় ও তা সংকলিত হয় তাঁর 'The Listeners and other Poems'-এ। এক অনামী পথিক এক রুদ্ধদ্বার দরজায় চন্দ্রালোকিত রাতে এসে ডাকাডাকি করছে। কবিতার মূলভাব এটাই। একে কেউ কেউ 'ভ্রমণকারী কবিতাও' আখ্যা দিয়েছেন।

মোট ৩৬ টি লাইনে লেখা কবিতাটি। অন্তমিল ABCB ধরনে। নটি কোয়াট্রেইনে কবিতাটি ভাগ করা যায়, যদিও স্তবক মাত্র একটি। আয়াম্বিক মিটার ব্যবহৃত হয়েছে। যা ব্যালাডে হয়। বক্তা এমন ভাবে

বলে, মনে হয় সেও যেন শ্রোতাদের সঙ্গে আছে। পাখির উড়ে যাওয়ার শব্দে, নকিং বা চ্যাম্পড শব্দে পাঠক সজাগ হন, উৎকর্ণ হন। এরপর দৃশ্যরূপ — অন্ধকার সিঁড়িতে চাঁদের আলো, বনে ফার্নের মেঝে, চাঁদের আলো মাখা দরজা ইত্যাদি ছবির মতো। ঘোড়ায় চড়ে পথিকের আসা ও চলে যাওয়া একই সঙ্গে শ্রাব্য ও দৃশ্যময়। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে বাজে।

দরজার বাইরে জীবিত একজন ভ্রমণকারী পথিক। ঘরের ভিতরে অদৃশ্য কেউ বা কিছু অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। অশরীরী বা ভূত দুই ভাবা যেতে পারে। পথিক কেন এসেছিল তা জানানো হয়নি। বাড়ির বাসিন্দা কারা তাও অজানা। ফলে এক রহস্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সর্বত্র। তবে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করলে বলতে হবে —

ক. মানুষ চায় অজানাকে জানতে।

খ. অজানা ও অচেনাকে জানা ও খোঁজার শেষ নেই।

গ. মানবজীবনেই আছে বহু রহস্য। আমি কে?

ঘ. কী হলো ও পরলোক সম্পর্কে কৌতূহল ফুরোয় না।

ঙ. কে জীবিত, কে মৃত? এই প্রশ্ন দার্শনিক হয়ে ওঠে।

চ. ঘোড়সওয়ার সত্তাসন্ধানী এক অভিযাত্রী।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, '''দ্য লিসনার্স' শুধু ডে লা মেয়ারের শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতমই নয়, আধুনিক কাব্যের বিবর্তনে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।" কবিতায় যে রহস্য তার প্রাণ, তা ডে লা মেয়ারের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর সব কবিতায় সেটা দেখা যায়। তাই 'লিসনার্স' কবিতাটিতে তত্ত্বসন্ধান তিনি চান না। কবিতারূপেই দেখতে ও পড়তে চান। কবিতায় পথিক, বাড়ির স্থান বা ঠিকানা কিছুই বলা হয়নি। শ্রী চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, 'স্থান-কাল-পাত্রকে কবি অনির্দিষ্ট রাখাতে কবিতাটির বিশ্বজনীনতা অনেক বেড়ে গেছে।' তিনি এও বলেছেন, 'কবির ঘোড়সওয়ারকে তাই বিশ্ব মানবের প্রতীক এবং প্রতিনিধি মনে করতে কোন বাধা নেই'। বন্ধ দরজা যেন 'মর্ত্যলোক ও অমর্ত্য লোকের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে। বিশ্বনাথবাবু কবিতাটি পাঠিয়ে যা অনুভব করেছেন, প্রসঙ্গত তা উদ্ধৃত করছি।

> ঘোড়সওয়ারের যে-বাণী বলা হলো না, সেটা আমাদের সকলের না-বলা বাণী, যার প্রকাশের ব্যথা আমাদের সকলকে ব্যাকুল করে তোলে। যে-মিলনে সে মিলিত হতে পারল না, সেই মিলনের প্রত্যাশী আমরা সকলে। ... ডে লা মেয়ারের নায়কের কাছে সবকিছু শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকা রয়ে গেল। জীবনও আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকাই থেকে যায়। মৃত্যু আমাদের কাছে রহস্যময়, পরলোক আমাদের কাছে অজানা, জীবন-মৃত্যুর সীমানাতে এসে আমাদের কৌতূহল তাই অন্তহীন হয়ে ওঠে।

(সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পুঁথিপত্র / ১৯৭৮)

'দ্য লিসনার্স' কবিতায় কবি ধন্দে ছিলেন, ভিতরে কারা, কী করছে। কী বলছে বা চাইছে বোঝা যাচ্ছে না। 'সামওয়ান' কবিতায় কবি নিশ্চিত কেউ তাঁর বন্ধ দরজায় আঘাত করছে। এই কবিতায় কবি আগন্তুক নন; গৃহস্থ। বাইরে থেকে কে ডাকে, কে এসেছে সেটা অবশ্য রহস্যময়; ভৌতিকও। বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকা, প্যাঁচার ডাক শোনা যায়। বাইরে শিশির ঝরে, দরজায় ঠকঠক শব্দ ওঠে — কে ডাকে তা জানা যায় না। 'I know not.' কবি বলেন তিনবার 'at all'। বনের ভিতর থেকে ডেকে ওঠে পেঁচা। এক আনক্যানি ফিলিংস কবি অনুভব করেন।

'মার্থা' (Martha) নামে কবির আরেকটি কবিতা আছে, যা ছোটদের জগৎ চিত্রিত করেছে। যে-মার্থা

ছোটদের নিয়ে বসতো; গল্প করতো। শুরুতেই বলতো, 'Once upon a time...' উৎকর্ণ হতো বালক-বালিকারা। এরপর 'Martha would tell us her stories.' হ্যাজেলের সংকীর্ণ উপত্যকায় নির্জন পরিবেশে মার্থার গল্প বলা শুরু হতো। ঘন গাছপালা ভেদ করে আসতো সবুজ আলো — ছড়িয়ে পড়তে মার্থা ও বাচ্চাদের উপর। বাচ্চারা মার্থার হাঁটু ও বাঁকিয়ে রাখা হাতের উপর ঠেস দিয়ে বসে গল্প শুনতো। মার্থার কণ্ঠস্বর সুন্দর, মধুর; ছোট চিবুক, সুন্দর মাথাটি। কবির বর্ণনায়

Her voice, her narrow chin,
Her grave small lovely head,
Seemed half the meaning
of the words she said.

মার্থার গল্প বলা ও শোনা যেন 'Tranquil as dreams'। কবি সুন্দরের উপাসক। 'দি স্ক্রাইব' কবিতায় যেজন্য লেখেন,

What lovely things
Thy hand hath made.

মার্থার সারল্যে ও প্রকৃতির আবহে এই সৌন্দর্য আমরা খুঁজে পাই।

৪

ডে লা মেয়ার যেহেতু রোমান্টিক ধারার কবি, তাই তাঁর কবিতায় প্রেমের স্বাক্ষর থাকা স্বাভাবিক। তথাকথিত প্রেমিক কবি না-হলেও প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে তিনিও ভেবেছেন। লিখেছেন। Love নামে একটি কবিতার সংকলনও আছে। পৃথিবীতে 'Beauty, and Grace, and wit a rare' (Rarities) কবি জানেন। তবু ভাবতে ভালো লাগে 'lips had dreamed of kissing' (Lovers)। বা 'they find in one another's arms'। এক স্বর্গীয় সুখ ভালোবাসায়। আত্মত্যাগে যে প্রেম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

Would sacrifice the hope of heaven
While love is theirs on earth! (Lovers)

মেয়ার আন্তরিকভাবে জানতে চান ভালোবাসা কী ও কোথায়? তাঁর 'Where' কবিতায় পড়ি,

Where is my love —
In silence and shadow she lies,
Under the April-grey calm waste of the skies;

সে কি মৃতা? কবি পাখির গানে অনুভব করেন প্রিয় নারীর স্বর।

Like the voice of a bird in the leaves, Love —
Love lies here.

এ প্রসঙ্গে আমরা কবির 'An Epitaph' কবিতার কথাও ভাবতে পারি। প্রিয় নারীর মৃত্যুতে কবি শোকাহত।

Here lies a most beautiful lady,
Light of step and heart was she;
I think she was the most beautiful lady

কিন্তু মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়েছে তার প্রাণ ও সৌন্দর্য — 'beauty passes'। সেই হাহাকারে কবির অস্ফুট প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। 'Are You So Lovely' কবিতায় একই মৃত্যুস্পৃষ্ট প্রেমের কথা

And when death calls you, as ev'n y'ou he must,
How many roses will enhance your dust?
*   *   *   *   *
When life itself where dross– you gone from me.

সংশয়ী প্রেমিকের ভাবনাগত কবিতা 'No No No' —

Had you loved me,
Earth had given
All that heart
Could wish of heaven;
That sigh entreats,
Past hoping even :
Had you loved me?

আরেকটি কবিতায় পলাতক প্রেম নিয়ে বলেছেন,

When love flies in
Make — make no sign;
Owl — soft his wings,
Sand — blind his eyes;
Sigh, if thou must,
But seal him thine.   (When Love Flies In)

আবার 'A Young Girl' কবিতায় যুবতীর মন বোঝার চেষ্টা করেন।

In search in vain your childlike face to see
The thoughts that hide behind the words you say;

হতাশ কবির উক্তি : 'Mine a dark fate'। আর 'Lucy' কবিতায় 'once-loved face' তাঁর চোখে উদ্ভাসিত হয়। জানতে চান কবি, 'Do you remember'? ন' বছর বয়সে দেখার সেই নারীর স্মৃতি ভোলেন না।

Crazed with those eyes that, memory-lit,
    Now ponder on my own.

শেষ পর্যন্ত স্মৃতির ফলায় বিদ্ধ কবির স্বীকারোক্তি, 'all remembrance / As gently pierce my heart!' জীবনানন্দ দাশও বলেন, 'ছিঁড়ে ফেড়ে গেছে প্রেম' — রক্তাক্ত ও স্মৃতিজীবিত হওয়াই প্রেমের ধর্ম!

৫

যথার্থ প্রতিভাবান কবি ওয়ালটার ডে লা মেয়ার। তবুও বৃহত্তর পাঠক সমাজে সেই ভাবে প্রচারিত ও গৃহীত হননি। তাঁর ধ্রুপদী ভঙ্গি, লিরিক্যাল স্বর আধুনিক প্রযুক্তিশাসিত জগতে যেন প্রত্নসামগ্রী হয়ে গেছে। সেটা দুর্ভাগ্যজনক। অবশ্য জীবিতকালেই কবি দেখে যান উপন্যাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ শতকে তাঁর কবিতা রাহুগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা কাম্য ছিল না। তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলা হয়,

> His poems — short, frank musings on single subjects — though straightforward in their language and traditional in their conception...

তাঁর কবিতাকে সমালোচকেরা 'childlike' বললেও 'childish' বলা যাবে না। তাঁর কবিতায় সারল্য, বিশুদ্ধতা, সুর পাঠককে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে।

কবির একাধিক কাব্যসংগ্রহ আছে। তার মধ্যে "The Collected Poems of Walter De La Mare" (Faber and Faber, London, 1979) প্রামাণ্য বলা হয়। (এই বইটি আপাতত আমাদের ব্যবহারের জন্য নিয়েছি।) তাঁর কিছু কবিতার আলোচনায় দেখা যাবে কবির নৈপুণ্য, ভাষা প্রয়োগ, রূপক-উপমা ব্যবহার কবিতাগুলির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

কবির The Veil and Other Poems (1921)-এ 'The Spirit of Air' কবিতার কথা ধরা যাক।

> Coral and clear emerald,
> And ember from the sea,
> Lilac-coloured amethyst,
> Chalcedony;
> The lovely Spirit of air
> Floats on a cloud and doth ride,
> Clad in the beauties of earth
> Like a bride.

পড়তে গেলেই রঙের বর্ণালী মুগ্ধ করে চোখ। বাতাসের আত্মা সজীব হয়ে মেঘে মেঘে ঘোরে, চমৎকার কল্পনা। পৃথিবীর মাধুর্য ও সৌন্দর্য পরে তাকে নববধূ বলে প্রতিভাত হয়। সুন্দর এই দেখা ও ভাবনা। কিন্তু এমন অনুভূতি প্রকাশ করতে না-পারার যন্ত্রণায় কবি-আত্মা কণ্টকিত, বিক্ষত। প্রেমের উপত্যকায় শিশির পড়ে কাঁটার উপরে আর 'darkness above' কবিতাটির মর্মকথা ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'Humanity, therefore, occupies a unique place in the universe.' (Adam Sedia)।

হৃত যৌবনের জন্য বিলাপ পাই 'Dust to Dust' কবিতায়। — 'Now the flame of life burns low, / Youth is gone; I, too, would go.' (জীবনের শিখা নিভু নিভু / যৌবন গেছে, আমিও তো যাবো।) কবিতার শুরুতেই বলা হয়েছে 'Heavenly Archer, bend thy bow'। কবিতাটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যায় Adam Sedia লিখেছেন,

> De La Mare now forty-six years old, laments the loss of youth and impending old age. Mirroring the winter time of Sagittarius, 'the flame of life burns low.'
>
> (Neglected Gems : The Poetry of Walter De La Mare)

কবিতায় কবি বার্ধক্য সত্য জেনেও যৌবনের আনন্দ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে চান। শুনতে পান অমরগীতি।

রোমান্টিক কবিমাত্র সুদুরের পিয়াসী। মেয়ারও তাই যেতে চান আরবদেশে। কল্পনায় দেখেন,

Far are the shades of Arabia,
Where the Princess ride the noon,
'Mid the verdurous vales and thickets,
Under the ghost of the moon.

এই দেখা বাস্তব ও কল্পনায় মেশা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঘোড়ায় চলা, চন্দ্রালোক মায়াবী বাতাবরণ তৈরি করেছে। কবি লেখেন,

Sweet is the music of Arabia
In my heart, when out of dreams

এরপর শেষ স্তবকে পড়ি —

They haunt me — Her lutes and her forests;
No beauty on earth I see
But shadowed with that dream recalls
Her loveliness to me to me;

Adam Sedia বলেন,

> The final stanza was the metaphor, transforming the envisioning of Arabia into a representation of the poetic imagination. ... the vision of Arabia represents an ideal, not an actual place. (–classicalpoets.org)

তাঁর কবিতায় কিছু বর্ণনা কাব্যিক ও সুন্দর — দৃশ্যরূপময় শব্দচিত্র। 'The Listeners' কবিতায় দেখতে পাই, 'the faint moonbeams on the dark stair'; 'cropping the dark turf'; বা 'neath the starred and leafy sky. আবার 'Silver' কবিতায় দেখি,

(i) moveless fish in the water gleam,
by silver reeds in a silver stream

(ii) a harvest mouse goes scampering by,
with silver claws, and silver eyes.

Silver কবিতা জুড়ে রূপোর ঝলক। — Silver fruit, silver trees, silvery thatch; paws of silver; silver claws; silver eye এবং 'silver reeds in a silver stream'। কবি জীবনানন্দের 'শব' কবিতা মনে পড়ে যায় —

যেখানে রূপালী জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,
* * * * * এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন; নীল লাল রূপালি নীরব।

মনের অনুভব ছোঁয়ায় রঙের উচ্ছ্বাস এই কবিতায়। তবে রূপালী রঙের ভূমিকা চোখে পড়ে। ডে লা মেয়ার-ও সেই রূপার উজ্জ্বলতা খুঁজে পান গাছে, জলে, সংবেদনশীল প্রাণীতে।

কবিতাটিতে চাঁদ চলমান নারীরূপা; যে 'walks the night in her silver shoon'। সেই রূপালী কিরণে উদ্ভাসিত গাছপালা। আছে গ্রামীণ পরিবেশ — ইঁদুর, কুকুর। জলে ঘোরে উজ্জ্বল মাছ। এক রূপকথার পরিবেশ : 'Silver fruit upon silver trees.'। আর 'doves in silver feathered sleep'। অন্যদিকে বারংবার (S) সিলেবলের প্রয়োগে রাতের অন্ধকার মায়াময় হয়ে ওঠে — হিস্ হিস্ ধ্বনি কানে বাজে। অদ্ভুত উপমা — 'like a dog / with paws of silver sleeps the dog'। কাঠের গুঁড়ির মতো স্থির শান্ত অসাড় হয়ে ঘুমোয় কুকুর। সনেটের মত চোদ্দ পংক্তির হলেও কবিতাটি সনেট নয়।

৬

আধুনিক কবিদের মধ্যে ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার-কে আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি। তাঁর কবিতা যেমন বড়দের, তেমনি ছোটদের জন্য। শিশুর সারল্য, অজ্ঞতা তাঁর কবিতায় বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারে কবি ব্লেকের সঙ্গে সম্ভবত তাঁর তুলনা চলে। ব্লেক যেমন 'he can take the world in his hand and call it a grain of sand.' মেয়ারের কবিতায় পাই চমক, চমৎকারিত্ব, অতিপ্রাকৃতের সুবাস। এ প্রসঙ্গে কবি কোলরিজের কথাও বলা যায়। উভয়ের কবিতায় পাই 'a fairy twilight world, a world of wonder and fantasy.'। অবশ্য ক্রিস্টাবেল ও দি এনসিয়েন্ট মেরিনার কবিতায় কোলরিজ যে সুপারন্যাচারাল জগত তৈরি করেছিলেন, মেয়ারের দি লিসনার্স তেমন নয়। মেয়ার বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত কবি। শিশু জগৎ, পশু পাখির জগৎ তাঁর কলমে কল্পনা ও বাস্তবের সেতু রচনা করেছে।

আমরা মেয়ারকে সৌন্দর্যের কবি বলতে পারি। যা কিছু সুন্দর তা তিনি দেখেন। তা হারিয়ে গেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয় কবি জানেন। তবু হারানো সৌন্দর্যের জন্য বিষণ্ণ হন। এখানে তাঁর চিন্তাকে কবি কীটসের ভাবনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যিনি দেখেছেন 'Beauty cannot keep her lustrous eyes'। যৌবন জীর্ণ হয়। তবু নাইটিঙ্গেলের গানে অমরত্ব সূর্য জেগে ওঠে। মেয়ারের Arabia কবিতাটি প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়। যেখানে 'the spell of far Arabia' কবির মন উধাও করে। ওয়াল্টার ডে লা মেয়ারের কবিতায় যে শৈল্পিক দক্ষতা ও সৌন্দর্য আছে তা পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁর কবিতা সূক্ষ্ম, চাতুর্যময়, অনুভূতিময়, ছন্দোবদ্ধ, সাংগীতিক; সুন্দর উপমা ও চিত্রকল্প, সাধারণ বোধগম্য শব্দের প্রয়োগ কবিতাগুলির আকর্ষণ। তাঁকে প্রেমের কবি, সৌন্দর্যের কবি, বিশুদ্ধ সাহিত্য স্রষ্টা এমন অভিধা সমালোচকেরা দিয়েছেন; তা যথাযথ।

কবি হিসেবে ডে লা মেয়ার কি এখানে জাদুঘরে স্থান পাবেন, নাকি বারংবার পঠিত হবেন? অনেকে তাঁর কবিতার সারল্য ও অতিপ্রাকৃতের আবহ দেখে তাঁকে উঁচুদরের কবি ভাবেন না। তাঁর কবিতায় যে গভীর বোধ, আদর্শ, জীবনানুরাগ, প্রকৃত প্রেম আছে, তাও তেমন কারো চোখে পড়ে না। অথচ গবেষকরা মনে করেন, 'he practiced poetry with exceptional grace and apparent case'। এক আশ্চর্য সারল্যে ভরা তাঁর কবিতা ও রীতি পাঠককে ভুল বোঝায় এই কবিতা অগভীর। অথচ এলিয়ট ডে লা মেয়ারের কবিত্ব ও তাঁর কাব্যশৈলীর প্রশংসা করেছিলেন —

By conscious art practiced with natural case;
By the delicate, invisible web you wove —
The inexplicable mystery of sound.

কবি ‘poetry’ নামক রচনায় কবিতা বোঝা কি, নিয়ে বলেছেন,

> Attention is not only a focusing of the senses, the mind and the spirit; it is the half-conscious surrender of the whole of one’s past that is available for the time being to the object scrutinized. As we attend instantaneously, we dye, dilute, distill, essentialize, compare and re-make.

Jacqueline Reid-Walsh তাঁর গবেষণা গ্রন্থ The Burning-Glass - A Development Study of Walter De La Mare’s Poetry-তে (McGill University, Montreal, December 1988) ভূমিকার শেষে মন্তব্য করেছেন, (উদ্ধৃত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে) —

> ... I believe that De La Mare will be seen as a modern poet of considerable achievement with his own unique vision and distinct voice.

আমিও মনে করি ডে লা মেয়ারের কবিতার পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা দরকার।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

কবি ওয়ালটার ডে লা মেয়ারের কবিতার প্রথম দুই অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁদের অনুবাদে দুটি কবিতা আমরা পাই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত ‘‘সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত’’ কবিতা সংকলনে। হীরেনবাবু যে কবিতাটি অনুবাদ করেছেন, তার নাম ‘The Mocking Fairy’; রূপান্তরে নাম ‘পরীর পরিহাস’। দেবব্রত বাবুর অনূদিত মূল কবিতার নাম ‘Echo’; রূপান্তরে নামকরণ আক্ষরিক ‘প্রতিধ্বনি’। পরবর্তীকালে অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬টি কবিতার অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থরূপে নাম ‘‘ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার-এর নির্বাচিত কাব্যমঞ্জুরী’’ (ভাষা সংসদ, জুলাই ২০১৬)। এতগুলি কবিতার অনুবাদ কেউ আর করেছেন কিনা জানা নেই। বিচ্ছিন্নভাবে ‘দি লিসনার্স’ কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন। বাংলাদেশ মেয়ারের কিছু কবিতা অনূদিত হয়েছে; তবে গ্রন্থাকারে দেখিনি।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদের নমুনা দিই —

> ‘‘জানালা খুলিয়া তাকাবে না কিগো মিসেস জিল?’’
> বাগান হইতে মাথা দুলাইয়া কহিল পরী;
> ‘‘জানালা খুলিয়া তাকাতে পারো না, মিসেস জিল?’’
> কহিল সে পরী স্নিগ্ধ হাসিতে বাগান ভরি।

এবার মূল কবিতাটি দেখি।

> ‘Won’t you look out of your window, Mrs Gill?’
> Quoth the Fairy, nidding in the garden;
> ‘Can’t you look out of your window, Mrs Gill?’
> Quoth the Fairy, laughing softly in the garden;

অর্ধেন্দুবাবুও কবিতাটির অনুবাদ করেছেন। নাম দিয়েছেন ‘‘স্বপ্নদায়িনী পরীরাণী’’ দুটি পঙক্তি উদ্ধৃত করছি।

'তুমি কি তোমার গবাক্ষের বাইরে করবে না অবলোকন, মিসেস গ্রিল?'
মাথা নেড়ে নেড়ে পরীটি বলে, কাননের ভিতরে;

এই দুটি অনুবাদ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, হীরেনবাবু মুলানুগ হয়েও লিরিকের ভাব বজায় রেখেছেন। অন্তমিল সম্পর্কেও সচেতন। প্রাঞ্জল অনুবাদ। সেক্ষেত্রে অর্ধেন্দুবাবুর অনুবাদে ঈষৎ কাঠিন্য এসেছে। Window-কে জানালা না বলে গবাক্ষ বলেছেন। দুটো কিন্তু একরকম নয়। হয়তো ভেবেছেন, উকি মেরে দেখার জন্য ছোট জানালা বা গবাক্ষ মানানসই। কবি তেমন ইঙ্গিত দেননি। দেবব্রতবাবুর অনুবাদ 'প্রতিধ্বনি'-র প্রথম চারটি পঙক্তি এইরকম —

'কে ডাকে?' বললাম যেই, সে শব্দ আমার
বনানীর ফাঁকে,
এখানে ওখানে যত বিহঙ্গ জাগাল —
— 'কে ডাকে? কে ডাকে?'

মূল কবিতাটি পড়া যাক।

'Who called'? I said, and the words
Through the whispering glades,
Hither, thither, baffled the birds —
'Who called?

দেবব্রতবাবু অনুবাদে স্বাধীনতা নিয়েছেন। নিজের মতো ভাবনা ও বক্তব্য সাজিয়েছেন। 'Whispering' এড়িয়ে গেছেন। 'Baffled' অর্থে হতবুদ্ধি, বিস্মিত, ব্যর্থ করা — কোনটাই গ্রহণ করেননি। 'বিস্মিত' বা 'বিভ্রান্ত' বিহঙ্গ, লিখলে যথাযথ হতো। তবুও অনুবাদ সুখপাঠ্য এতে সন্দেহ নেই। মূল কবিতা না পড়লেও একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব।

ডে লা মেয়ারের সুখ্যাত কবিতা 'The Listeners' অনুবাদ করেছেন অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। মুলানুগ হতে চেয়েও সর্বদা তা হয়নি। যেমন, কবিতার নামকরণে উনি 'অশরীরী' যোগ করেছেন পাঠককে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে; কবি লেখেননি। পথিকের ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল 'of the forest's ferny floor.' অনুবাদে পড়ি, 'ফার্ন বিছানো মেঝের তৃণবনের ভিতর'। এক্ষেত্রে 'অরণ্যের ফার্নময় মেঝেয়' বা মেঝের উপর অনূদিত হলে ঠিক হতো। তবু তাঁর অনুবাদ সত্যিই আন্তরিক। যাঁরা কবির মূল কবিতা পড়ার সুযোগ পান না, তাঁদের ভালোই লাগবে। মূল ভাষায় সাহিত্য পাঠ সর্বদা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে অনুবাদই সেই সেতু, যা দুই ভিন্ন ভাষার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। হতে পারে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। তবু কিছুটা স্বাদ-গন্ধ মূলের থেকে যায়। অনুপাতে থাকে Source Language আর Target Language। দুইয়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখেন অনুবাদক। গদ্য অনুবাদে যদিও সমস্যা কম। কবিতার ক্ষেত্রে নিছক আক্ষরিক অনুবাদ আড়ষ্ট হতে পারে। আবার ভাবানুবাদ করলে মূলের স্বাদ-গন্ধ চলে যায়। কবিতার অনুবাদ যদি কবি করেন, তবে সেখানে অনুবাদে বিশ্বস্ততা থাকে। অনুবাদ ভাষার সমৃদ্ধি ঘটায়। উপযুক্ত ভাব, উপযুক্ত ভাষা ছাড়া সার্থক অনুবাদ হয় না। লক্ষ্য ভাষা আর উৎস ভাষার পারস্পরিক যোগ কোথায় দেখা দরকার। উভয় ভাষার রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দার্থ, অন্বয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। অবশ্য বিদেশী ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদে দেখা যায়, অন্য দেশের কিছু বাকরীতি ভঙ্গি, ইডিয়ম হুবহু অনুসরণ করা যায়

না। সেক্ষেত্রে মূল লেখার ভাব ও বক্তব্য বুঝে নিয়েই অনুবাদ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক উদয়নারায়ণ সিংহের অভিমত দেখা যেতে পারে। যিনি বলেন, অনুবাদ-চর্চার দুটি ভাগ — অনুকথন ও অনুসরণ। একই পাঠকে, বক্তব্যকে একটু আলাদাভাবে বলাই অনুকথন। কিন্তু এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর, ভাষান্তরই অনুসরণ। এখানে অনুবাদকের তেমন স্বাধীনতা থাকে না। এসব মনে রেখেই অনুবাদ করা হয়।

ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার (১৮৭৩-১৯৫৫) ইংল্যাণ্ড বা লন্ডনের কবি। বহুমুখী প্রতিভা তাঁর। কবি, কথাকার রূপেই অবশ্য খ্যাতিমান। তাঁর কবিতায় অলৌকিক ও অপ্রাকৃত জগত জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছোটদের মনস্তত্ত্ব তিনি বোঝেন। তাদের জন্য লেখেন। ওয়াল্টার 'Supernatural Fiction, children's Literature' গ্রন্থের জন্য ১৯৪৭-এ পান Carnegy Medal। উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে তাঁর কবিতা, রোমান্টিক কল্পনা পাঠকদের তৃপ্ত করেছে। এমন কবির মাত্র ১৬টি কবিতা বেছে আমি সাধ্যমতো অনুবাদ করেছি। তার মধ্যে মাত্র চারটি কবিতা এই নিবন্ধের সঙ্গে যুক্ত করলাম। কবির ভাবনা ও বক্তব্য অটুট রেখেছি। তবে তাঁর লেখার আঙ্গিক, ছন্দ, মিল বজায় রাখতে পারিনি। পাঠকেরা এজন্য ক্ষমা করবেন। যদিও মূল কবিতার ভাব-ভাবনা ও বক্তব্য বুঝে নিতে কিংবা কাব্যিক সৌন্দর্য অনুভব করতে তেমন অসুবিধা হবে না বলেই মনে করি। এখানে ওয়াল্টার ডে লা মেয়ারের কবিতা পাঠ ও চর্চা যখন প্রায় লুপ্ত, সেখানে এই এক মুঠো অনুবাদ যদি কাব্য প্রেমীদের মনে কবির ও কবিতার প্রতি আগ্রহ জাগায়, কৃতার্থ বোধ করবো।

Some One

Some one came knocking
At my wee, small door;
Someone came knocking;
I'm sure-sure-sure;
I listened, I opened,
I looked to left and right,
But nought there was a stirring
In the still dark night;
Only the busy beetle
Tap-tapping in the wall,
Only from the forest
The screech-owl's call,
Only the cricket whistling
While the dewdrops fall,
So I know not who came knocking,
At all, at all, at all.

কেউ একজন

কেউ একজন এসেছিল ধাক্কা দিয়ে
আমার ছোট জানালায়, ছোট দরজায়;
কেউ একজন এসেছিল কড়া নেড়ে;
আমি নিশ্চিত, নিশ্চিত, নিশ্চিত জানি।
সেই শব্দ শুনেছি আমি, দরজাও খুলেছি,
তাকিয়ে দেখেছি ডানদিকে, বামদিকে,
কিন্তু না, রোমহর্ষক কিছুই ছিল না
সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাতে;
ব্যস্ত ছিল একমাত্র এক বিটল পোকা
দেওয়াল বেয়ে উঠছিল সে;
আর দূরের জঙ্গল থেকে
শোনা যাচ্ছিল পেঁচার চিৎকার,
ডাকছিল ঝিঁঝিঁ পোকা শিস্ দিয়ে
তখন শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ছিল;
তাই আমি জানি না কে এসেছিল
ধাক্কা দিয়েছিল দরজায়,
জানি না আদৌ, আদৌ, আদৌ।

Napoleon

‘What is the world, O soldiers?
It is I :
I, this incessant snow,
This northern sky;
Soldiers, this solitude
Through which we go
Is I.’

নেপোলিয়ন

‘কাকে বলে পৃথিবী, জানো কি সৈন্যরা?
সে এই আমি;
আমি এই অবিরাম তুষারপাত,
এই উত্তরের আকাশ;
হে সেনাগণ, এই স্তব্ধ নির্জনতা
যার মধ্য দিয়ে আমরা চলি
আমিই সে।’

An Epitaph

Here lies a most beautiful lady,
Light of step and heart was she;
I think she was the most beautiful lady
That ever was in the West Country.

But beauty vanishes, beauty passess;
However rare --- rare it be;
And when I crumble, who will remember
This lady of the West Country.

সমাধিলিপি

এইখানে শুয়ে আছে একজন পৃথিবীর সেরা সুন্দরী,
তার চলা ছিল মৃদু পদক্ষেপে, ছিল কোমল হৃদয়;
আমি মনে করি সেই ছিল পৃথিবীর সুন্দরীতমা
পশ্চিমী দেশে তার তুলনা তো মেলা ভার।

কিন্তু সৌন্দর্য অদৃশ্য হয়, রূপ সে হারায়;
যতই বিরল হোক — হোক না বিরলতম;
এবং আমিও যখন বিচূর্ণ হবো, কে রাখবে মনে
পশ্চিমী দেশের এই রূপসীকে!

Why

Ever, ever
Stir and shiver
The reeds and rushes
By the river :
Ever, ever,
As if in dream,
The lone moon’s silver
Sleeks the stream.
What old sorrow,
What lost love,
Moon, reeds, rushes,
Dream you of ?

কেন

সবসময় সবসময়
কেঁপে ওঠে, চঞ্চল হয়
নলখাগড়া যত
    বেগার্ত নদীর পাড়ে;
সবসময়, সবসময়
ঠিক যেরকম স্বপ্নে,
একলা চাঁদের রূপোলি আভা
উজ্জ্বল করে স্রোতধারা।
কী এমন পুরানো দুঃখ
        কী যেন হারানো প্রেম,
        চাঁদ, নলবন ছুটে চলে বেগে,
        তোমাকে কি স্বপ্ন দেখায়?

তরুণ মুখোপাধ্যায় : কবি, প্রাবন্ধিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক।